ঝিনাইদাহে ‘সংযোগ ফাউন্ডেশনে’র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

‘সংযোগ ফাউন্ডেশনে’র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদাহে ‘স্কুল অফ লাইফ’ এর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাথে কেক কেটে এবং তা ভাগাভাগি করে খাওয়ার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

রবিবার (২৯ মার্চ) বিকালে শহরের ব্যাপারি পাড়ায় আইডিয়াল স্কুল এন্ড স্কুল অফ লাইফের একাডেমিক ভবনের অফিস কক্ষে এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংযোগ ফাউন্ডেশন ঝিনাইদাহ জেলার উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্য দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক শাহানুর আলম, জেলা সমন্বয়ক মুন্সি মোঃ আবু হাসান এবং ঝপযড়ড়ষ ড়ভ ষরভব এর শিক্ষিকা শাম্মী আক্তার প্রমূখ।

উল্লেখ্য, সংযোগ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে করোনাকালীন সময় অক্সিজেন সরোবরাহ, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, মেধা বৃত্তি, সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষা, অসহায় মানুষের খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা সহযোগিতা, সাবলম্বী হিসাবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করা, বৃক্ষ রোপন সহ বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে উপস্থিত সকলেই সংযোগ ফাউন্ডেশন এর উত্তর উত্তর সফলতা কামনা করেন।

নতুন গুড়ের ঘ্রাণে গাছিরা ভুলে

যান তার ঘাম ঝরানো কষ্ট

গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুরের রস, গুড় আর তা দিয়ে বানানো পায়েস ও নানা ধরনের পিঠা পুলি। গাছ কেটে একফোটা রস বের করতে যে ঘাম ঝরে তার মূল্য সহজে উঠে না। কিন্তু রস জ্বালিয়ে গুড় হলেই তার ঘ্রাণে কৃষক ভুলে যায় সেই ঘামের কষ্ট। নতুন প্রজন্মের কৃষকরা কষ্টের কারণে খেজুর গাছ কাটতে চায়না ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে খেজুরের রস। তবে এলাকায় ব্যাপক চাহিদা থাকায় বয়স্ক গাছিরা এই শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। প্রতি বছর শীত মৌসুমেই দেখা মেলে এই খেজুর রসের পায়েস আর পিঠা- পুলির।

তাই এখন ভরা মৌসুমে খেজুরের রস পেতে গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন ঝিনাইদহের গাছিরা।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চটকাবাড়িয়া গ্রামে, খেজুরের রস আহরণ শুরু করেছেন ৬৫ বছর বয়সের কৃষক মন্টু মিয়া। তিনি নিয়মিতভাবে গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, রাস্তার দু’পাশে সারিবদ্ধ খেজুরগাছ। জমির আইলে ও পতিত জায়গায়ও রয়েছে অসংখ্য খেজুর গাছ। বিশেষ করে উপজেলার তাহেরহুদা, বোয়ালিয়া, বিরামপুর,শীতলী, ভাতুড়িয়া, কেষ্টপুরসহ বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা মেলে এ দৃশ্য। গাছিরা প্রথমে গাছের মাথা থেকে ডালপালা কেটে পরিষ্কার করেন। পরে নির্দিষ্ট স্থান হালকা করে কেটে পরিষ্কার করেন। এর কিছুদিন বিরতির পর গাছের পরিস্কার করা অংশ শুকিয়ে নিয়ে আবার কয়েক দফায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেঁটে ফেলা হয় গাছের ছাল। গাছ কাটার এ কাজে গাছিরা ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করেন। গাছ কাটার সময় খেজুর গাছের সঙ্গে নিজেদের শক্তভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেন তারা। তাদের কোমরে থাকে বাশেঁর তৈরী ঠোঁঙ্গা (স্থানীয় ভাষায়) যার ভেতর থাকে গাছ পরিষ্কার করার দাসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি। গাছ তৈরির প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর থেকেই মূলত রস নামানোর পর্বটা শুরু হয়।

এরপর গাছের মাথার নির্দিষ্ট স্থানে পাত্রের ভেতর রস পড়ার জন্য বাঁশের তৈরী একটি নলি ও দুপাশে দু’টি চোখা বা খুঁটি পোতা হয়

সাথে রস সংগ্রহের পাত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়। এভাবেই গাছির নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে খেজুরের রস।

তারা আরও জানান, সপ্তাহের নির্ধারিত দিন বিকেলে গাছের মাথা হালকা ভাবে ছেঁটে নির্ধারিত স্থানে মাটির পাত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন ভোরে গাছ থেকে পাত্র নামিয়ে আনা হয়। গাছভেদে দু’থেকে চার কেজি হারে রস পাওয়া যায়, যা থেকে এক থেকে দেড় কেজি গুড় হয়। সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন পরপর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। রস জ্বালিয়ে গুড় বানাতেও কৃষকদের ভোগান্তি কম নয়। কারণ খেজুর গাছের ডাল ও অন্যান্য খড়ি সংগ্রহ করে এ রস থেকে গুড় বানাতে হয়। কাঁচা রস ২কেজি ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় এবং এক কেজি গুড় বাজারে বর্তমান ২৫০ থেকে ৩০০টাকায় বিক্রি হয়। অসৎ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় রসের মধ্যে চিনি মিশিয়ে গুড় তৈরী করে। ভাল গাছিরা এগুলো করেনা, এই দাম কম হলেও গাছিরা সন্তষ্টচিত্তে প্রতিদিন তাদের গাছ পরিচর্যা ও রস সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের দুই শিল্পীর সুরে মুগ্ধ ঝিনাইদাহের সংগীতানুরাগীরা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত দুই শিল্পীর ধ্রুপদি সংগীত সন্ধ্যায় মুগ্ধ করলো ঝিনাইদহের সংগীতানুরাগীদের। রবিবার (১১মার্চ) রাতে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা ঝিনাইদহের আঞ্চলিক শাখার আয়োজনে ঝিনাইদহ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

তবলা লহড়া, খেয়াল, ঠুমরী ও বিভিন্ন ঘরনার ধ্রুপদি সংগীত পরিবেশন করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী পন্ডিত শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ও পন্ডিত শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কেশব চন্দ্র কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. বিএম রেজাউল করিম, একই কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অশোক কুমার মৌলিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্র নাথ রায় ও সংগীতজ্ঞ অজয় দাসসহ অন্যান্যরা।